- বর্ষ ২০২২
- সংখ্যা ০৩
- জুলাই- সেপ্টেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২১ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুল এর শিক্ষাবৃত্তি চেক প্রদান অনুষ্ঠানে পারভীন মাহমুদ এফসিএ

আলোকিত মানুষ গড়াই ঘাসফুলের লক্ষ্য

মেধা ও মননশীলতার বিকাশই শিক্ষার্থীদের মূল লক্ষ্য। এগিয়ে যেতে হবে অনেকদূর, মাঝ পথে থেমে থাকলে কখনোই উন্নতির শিখরে যাওয়া যাবে না। নিজেকে ও সমাজকে আলোকিত করতে তরুণ তরুণীদের এগিয়ে আসতে হবে। আলোকিত মানুষ গড়াই ঘাসফুলের মূল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষা প্রয়োজন। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের সেবার দর্শন হচ্ছে "ভ্রুণ থেকে কবর পর্যন্ত" আর এসডিজির লক্ষ্য হচ্ছে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। সবার জন্যই সমন্বিতভাবে কাজ করছে ঘাসফুল। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারী ও শিশু সুরক্ষাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য সমুহ অর্জনের জন্য মানব উন্নয়নের প্রতিটি সূচকেই কাজ করছে ঘাসফুল। শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র শিক্ষিত ও দক্ষ হলে চলবে না সামাজিক ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজে তৈরী করতে হবে। পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

গত ৬ আগস্ট চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি চেক প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুল হাটহাজারী উপজেলার ২১জন, ফেনী, ছাগলনাইয়া, কুমিল্লা, নিয়ামতপুর ও নওগাঁ জেলার ০৫জনসহ মোট ২৬জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে জনপ্রতি বার হাজার টাকা হারে মোট তিনলক্ষ বার হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউসেপ বাংলাদেশ'র চেয়ারপারসন ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ। সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাহিদুল আলম।

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঘাসফুলের মাসব্যাপী শোক পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল এর প্রধান কার্যালয়, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল, ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রসহ দেশের ছয়টি জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ে নানা কর্মসূচীতে মাসব্যাপি শোক পালন করা হয়। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ১লা আগস্ট থেকে সংস্থার প্রধান কার্যালয় এবং কর্ম-এলাকা; চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, নওগা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার এরিয়া অফিসসমুহ, প্রকল্প অফিসসমুহ ও ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের সামনে দৃশ্যমান ১৩টি স্থানে ড্রপডাউন ব্যানার টাঙানো, চিকিৎসাসেবা ও ডায়াবেটিস ক্যাম্প, চক্ষু ক্যাম্প, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, শোক র‍্যালীতে অংশগ্রহণ, বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি, আলোচনা সভা ইত্যাদি।

সিআইইউ এর শিক্ষার্থীদের ঘাসফুল পরিদর্শন;
প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই বাস্তব জীবনের অনন্য সম্বল - ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী

'লিভ ইন ফিল্ড এক্সপেরিয়েন্স' ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আওতায় গত ২৮জুলাই চট্টগ্রামের চান্দগাঁও আবাসিক এলাকাস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন চিটাগাং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি (সিআইইউ) এর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের একটি দল। শুরুতে সংস্থার সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ঘাসফুলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে অবহিত করেন। ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ড বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ তাদের ভবিষ্যত কর্মজীবন বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তিনি আরো বলেন, পরাণ রহমান এতদ্বঅঞ্চলের উন্নয়ন সেক্টর এর পথিকৃৎ এবং নিভৃতচারী সমাজসেবী। সমাজসেবার লক্ষ্যে 'ঘাসফুল' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে ঘাসফুল কাজ করে যাচ্ছে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই বাস্তব জীবনের অনন্য সম্বল। ঘাসফুল বরাবরই শিক্ষার্থী - গবেষকদের জন্য অবারিত দ্বার - এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এসময় পরিদর্শন দলের প্রধান সিআইইউ এর ইংরেজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শারমেইন রড্রিক্স তাঁর বক্তব্যে ঘাসফুলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও সিআইইউ'র শিক্ষার্থীদের সরেজমিনে পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ জানান। পরিদর্শনকালে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের জীবনীর উপর প্রামাণ্যচিত্র, সংস্থার কার্যক্রমের উপর ডিজিটাল প্রেজেন্টেশান ও ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংস্থার পরিচালক ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মফিজুর রহমান, উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ, মোঃ নাছির উদ্দিন, শাহাদাৎ হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার। শিক্ষার্থীরা সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড সর্ম্পকে অবহিত হন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলো শিক্ষার্থী আয়েশা সিদ্দীকা, অন্তিকা দাশ ও আলিশা ডায়াস।

আলোকিত মানুষ গড়াই ঘাসফুলের লক্ষ্য... ১ম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান, মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দিন চৌধুরী, গুমানমর্দ্দন পেশকার হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোঃ আনিসুর রহমান শরীফ, মেখল নগেন্দ্র নাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহর লাল দেবনাথ, হাটহাজারী প্রেসক্লাবের সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী ও ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন গুমানমর্দ্দন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, সিরাজুল ইসলাম, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গণমাধ্যম কর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

১৭ আগস্ট চট্টগ্রামের অনন্যা আবাসিক এলাকা সন্নিকটস্থ ওয়াজেদিয়ায় সংস্থার নিজস্ব জমিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী সম্পন্ন হয়। উক্ত কর্মসূচীতে বিভিন্ন জাতের ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী উদ্বোধন করেন ঘাসফুল এর সহকারি পরিচালক মোঃ শামসুল হক ও সাদিয়া রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনূর রশীদ, অক্সিজেন শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মশলিউর রহমান পারভেজ, ঘাসফুল কর্মী মোঃ আলমগীর হোসেন, সুমন দে প্রমুখ। এছাড়া হাটহাজারীতেও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

চিকিৎসাসেবা ও ডায়াবেটিস ক্যাম্প

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস'২২ উপলক্ষে মাসব্যাপী বিনামূল্যে স্বাস্থসেবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঘাসফুল এর কর্ম-এলাকা চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নে স্থানীয় জনগণকে মাসব্যাপী বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। এতে ২২৫০জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

০৩ আগস্ট চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের শিক্ষার্থী ও ১৫ আগস্ট ঢাকায় আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচি'ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ০২টি চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক' এ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীগণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাদের কোমল হৃদয়ে গড়েতোলা প্রাতচ্ছবি রংতুলিতে তুলে ধরে। এতে প্রথমস্থান অর্জন করে পদ্মা শিক্ষাকেন্দ্রের ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থী মিম ইসলাম, ২য় স্থান অর্জন করে মধুমতি শিক্ষাকেন্দ্রের ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আব্দুর রহিম বাদশা, ৩য় স্থান অর্জন করে কাঞ্চন শিক্ষাকেন্দ্রের ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থী মোঃ নওশাদ। ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক ও এসডিপি ফোকাল মোহাম্মদ নাছির উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও সদস্য বিলকিছ আক্তার। ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম সুপারভাইজর সালেহা বেগম, আফসানা আক্তার ও শিক্ষকবৃন্দ।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ই আগস্ট ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা অর্ধনির্মিত রাখা হয়। এছাড়া দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তারসহ শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা।

শোক র‍্যালীতে অংশগ্রহণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও শোক দিবস ১৫ আগস্ট উপলক্ষে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) আয়োজিত শোক র‍্যালীতে ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে ধানমন্ডি ৩২ নং যাদুঘরে বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু ও কর্মকর্তা আদিবা তারান্নুম।

আলোচনা সভায় বক্তারা:

"বঙ্গবন্ধু'র সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সোনার মানুষ তৈরীতে কাজ করছে ঘাসফুল"

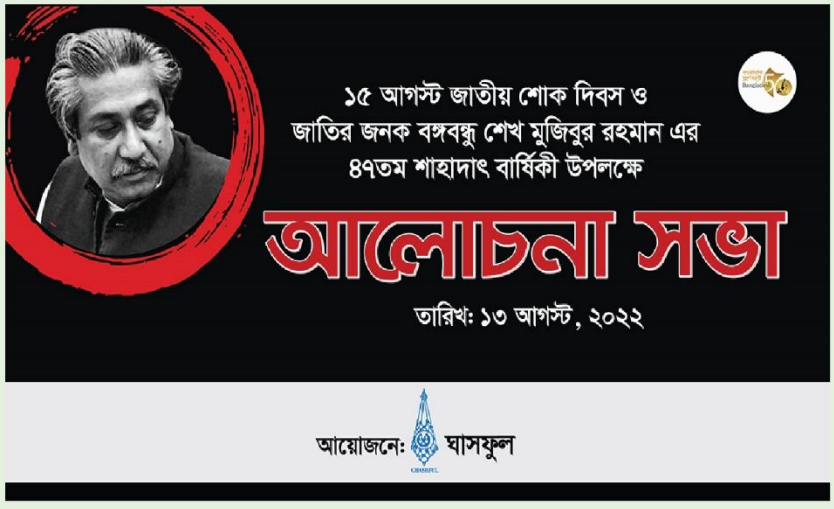

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস'২২ উপলক্ষে গত ১৩ আগস্ট শনিবার ঘাসফুল এর আয়োজনে এক ভার্চুয়াল আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী এর সভাপতিত্ব ও পরিচালক (অপারেশন) জনাব মোহাম্মদ ফরিদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংস্থার উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারি পরিচালক শামসুল হক, খালেদা আক্তার, সাঈদুর রহমান, সাদিয়া রহমান, কেএমজি রাব্বানী বসুনীয়া, ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ ও নাছির উদ্দিন। বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের জন্য একটি কল্যাণকামি রাষ্ট্র গঠনে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি এদেশের মানুষকে ভৌগলিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয়ার লক্ষ্যে সোনার মানুষ তৈরী করতে চেয়েছিলেন। বক্তারা বলেন, উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল গত পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্ন বাস্তবায়নে এদেশের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সোনার মানুষ তৈরীতে কাজ করছে। ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বীরাঙ্গনাদের পুর্নবাসন এবং তৃণমুলের নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে বঙ্গবন্ধুর দেশ গড়ার কাজে সরাসরি অংশ নেন। বক্তারা বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকান্ডে নিহত সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। আলোচনাসভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাঈম-উল-আলম, মেহাম্মদ সেলিম, মোঃ নাজিম উদ্দিন, নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, রেহেনা আক্তার, মোঃ মাসুদ পারভেজ, মোহাম্মদ ওসমান, এমআইএস ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন হীরা, এসইপি প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর কুদরতি খোদা নাছের, এমই ব্যবস্থাপক প্রণব কান্তি চৌধুরী, পাবলিকেশন বিভাগের সহকারি ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার প্রমুখ।

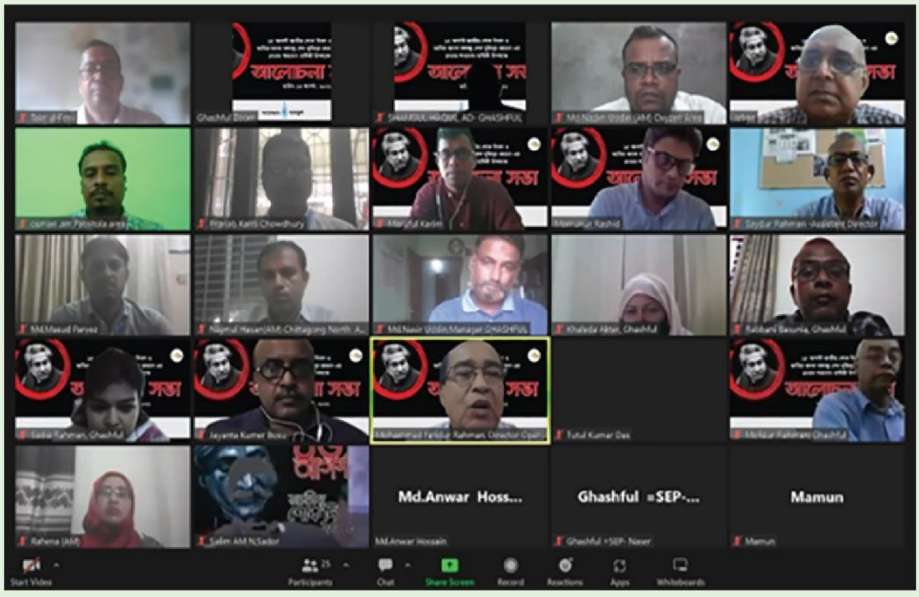

আন্তর্জাতিক যুব দিবস

১২ আগস্ট বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক যুব দিবস'। জাতিসংঘ ২০০০ সালের ১২ আগস্ট প্রথম এ দিবসটির স্বীকৃতি দেয়। দিবসটির মুল উদ্দেশ্য হলো যুবাদের কথা, মনন মেধা, চিন্তা চেতনা, কাজ, সৃজনশীলতা, নতুন নতুন উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি তাদের জীবনের অর্থবহ দিক ও সার্বজনীনতা সবার কাছে তুলে ধরা এবং স্বীকৃতি দেয়া। সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও প্রতিবছর আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। বাংলাদেশের জন্য দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীই তরুণ ও যুবক। তারাই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের মুল শক্তি ও প্রকৃত কারিগর। একটি দেশের উন্নয়নের পেছনে মূল

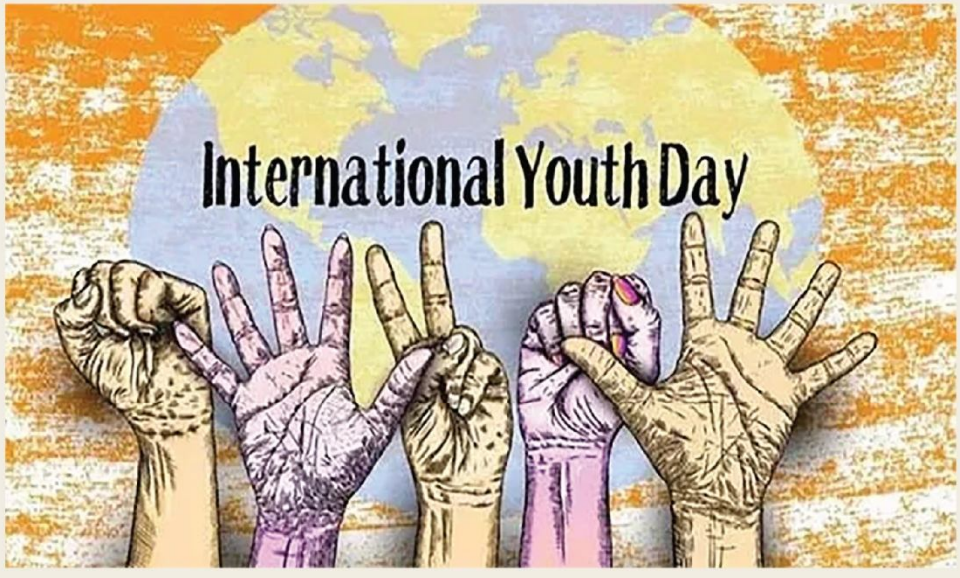

শক্তি হচ্ছে সে দেশের যুব সমাজ। সৃজনশীল চিন্তাধারা, কঠোর পরিশ্রম আর মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে উৎসাহ নিয়ে যুব সমাজ সবসময় কাজ করে। বিশ্বব্যাপী যুবাদের সমৃদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রধান লক্ষ্য। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তির পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, মহামারীর মতো বিভিন্ন সংকটময় ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে যুব সমাজ। দুর্যোগ দুর্বিপাকে যুব সমাজের সম্পৃক্তার কোন বিকল্প নেই, যা গত কোভিডকালীন তৎপরতায় স্পস্ট। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজকে আলোকিত করতে যুব সমাজের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে যুবসমাজ। যুবসমাজ এদেশের ক্রান্তিকালে সবসময় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে নিজেরা যেমন হয়েছেন ইতিহাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষী, তেমনিভাবে তাদের এই আত্মত্যাগ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হয়ে আছে অনুকরণীয়। অবার অন্যদিকে দেখা যায় সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে যুব সমাজের অংশগ্রহণ কখনো কখনো উদ্বিগ্ন করে। কারণ যুব সমাজের অপ্রতিরোধ্য শক্তির অপব্যবহারে কল্যাণকর কাজের পাশাপাশি তারা নানাধরণের অপকর্মের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। যুবসমাজ নেশায় আসক্ত হয়ে পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে পড়ে। যা কখনোই কাম্য নয়। সুতরাং যুবাদের সঠিক পথ দেখাতে রাষ্ট্রায়ত্ব, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানেই তাদের জন্য কাজ করার সুযোগ করতে তৈরি করতে হবে। তারা যেন মেধা ও দক্ষতা বিকাশের সহায়ক পরিবেশ পায়। বাংলাদেশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকে। বাংলাদেশে যুবাদের উন্নয়নে অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সাথে ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। সংস্থার উদ্যোগে যুবাদের লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা বিবেচনায় চাকুরীর সন্ধান, বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরী, দুর্যোগ মোকাবেলায় যুবাদের দক্ষতা সৃষ্টি ও সম্পৃক্তকরণ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে করণীয়, দেশের যে কোন প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুবাদের সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় গত কোভিডকালীন মহামারিতে ঘাসফুলের যুব কার্যক্রমের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন যুবা গ্রুপ, সংগঠন, ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে চট্টগ্রাম শহরে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখে।

২০২২ সালের আন্তর্জাতিক যুব দিবসের (International youth day 2022) থিম হল "বয়স-নির্বিশেষে সাম্য: সব বয়সীদের জন্য এক বিশ্ব"। এই থিমের মূল উদ্দেশ্য হল জাতিসংঘের ব্যবস্থাজুড়ে তরুণদের জন্য 'ইয়ুথ ২০৩০' কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তরুণদের জন্য জাতিসংঘের কর্মকান্ড আরও জোরদার করা। টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যের যুবাদের সম্পৃক্ত করা। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলির সঙ্গে লড়াই করার জন্য যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী যুব সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রোজগারের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার দিন হিসেবেও এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। জাতিসংঘের মতে, আন্তর্জাতিক যুব দিবস আসলে যুবসমাজের নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রতি সচেনতা বাড়ানোর এক প্রয়াস। মুলত: সবার জন্য অর্ন্তভূক্তিমূলক, বৈষম্যহীন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে সাম্যের বিশ্ব গঠনে প্রত্যেক তরুণ জনগোষ্ঠীর কথা গুরুত্বের সঙ্গে শোনার এবং তাদের অর্ন্তভূক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক যুব দিবসে আমাদের সকলের শপথ হোক যুব সমাজকে দক্ষ জনবল হিসেবে তৈরী করে সঠিক পথ দেখানোর মাধ্যমে উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে দিবস পালনের সার্থকতা বাস্তবে প্রতিফলিত হোক। লিঙ্গ সমতা, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে যুব সমাজের প্রচেষ্টা, সৃজনশীলতা ও প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হোক দেশ ও সমগ্র বিশ্ব। পৃথিবী হোক মানুষের নিরাপদ বাসস্থান, শান্তির জনপদ।

'নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

ঘাসফুল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও ইফাদের অর্থায়নে পরিচালিত রুর‍্যাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর অধিনে 'নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে ২১ আগষ্ট ২০২২ইং। প্রকল্পটির কর্ম-এলাকায় রয়েছে নওগাঁ জেলার মান্দা, মহাদেবপুর, পত্নীতলা, বদলগাছি ও নওগাঁ সদর উপজেলা। উপ-প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারি এবং পোল্ট্রিখাত সংশ্লিষ্ট ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড মার্কেটের উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পারিবারিক পুষ্টির উন্নয়ন করা। এই উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে কর্ম-এলাকায় নিরাপদ ডিম, মাংস ও মাংসজাত পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন এবং উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে কাজ করা হচ্ছে। যার ফলে এলাকায় নিরাপদ মাংস ও ডিম উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসা গতিশীল, সম্প্রসারিত ও টেকসই হবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। এই উপ-প্রকল্পের সহায়তায় দেশীয় উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী বানিজ্যিকভাবে লালন-পালন ও গুনগত লাইভস্টক সার্ভিসের অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা (মাংস ও ডিম) বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার কমিয়ে হাঁস-মুরগি পালন একটি লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তর এবং সেইসাথে তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক পরিষেবা, বর্জ্য পূনব্যবহার যোগ্যকরণ ও বাজার সংযোগ বিষয়ে সহায়তা জোরদারকরণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের সহায়তায় ৯,৬০০ খামারীর (নারী ও পুরুষ) প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ৪০০ সার্ভিস প্রোভাইডার এর দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা প্রদান করা হবে। ফলে উপপ্রকল্পের ৮০ শতাংশ উদ্যোক্তার নিরাপদ ডিম, মাংস ও মাংসজাত পণ্যের বিক্রয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধিপাবে, প্রতিটি উদ্যোগের মুনাফা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্পের বিকাশে বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগ নানাভাবে অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্প আশির দশকে শুরু হলেও মূলতঃ ২০০০ সালের পর থেকে এর বিস্তৃতি ঘটে। নব্বইয়ের দশকেই মুলত: গৃহপালিত মুরগী পালন ধারণা থেকে মানুষ পোল্ট্রিশিল্পে উন্নীত হয়। বর্তমানে এই শিল্পে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় দেড় কোটি লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। আজকের বাংলাদেশে বিপুল জনগোষ্টির খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিতে পোল্ট্রিশিল্প এক বড় ধরণের ভুমিকা রাখছে। পোল্ট্রিশিল্পের এই প্রসারতা ও সম্প্রসারণে সরকারি বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ, কৌশলগত পরিকল্পনার পাশাপাশি নানামূখি বেসরকারি উদ্যোগের অবদান উল্লেখযোগ্য। একসময় বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্প সম্পুর্ণভাবে বিদেশ নির্ভর ছিলো। বিভিন্ন ব্রিডের ডে-ওলড বাচ্চা আসতো খামারিদের কছে। শুধুমাত্র বাচ্চা পালনই ছিলো এখানকার কাজ। সরকার একদিনের বাচ্চা আমদানি বন্ধ ও সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপ করলে ধীরে ধীরে এদেশে হ্যাচারী গড়ে উঠে, তারপর প্যারেন্ট স্টক, গ্রান্ট প্যারেন্ট স্টকও গড়ে উঠে একসময়। শিল্পটি মোটামোটি পুর্ণতা পায়। এ সকল পরিবর্তনে বেসরকারি উদ্যোগগুলো ছিলো চোখে পড়ার মতো। আমরা জানি দেশের মানুষের প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য মুরগী উৎপাদনের বিকল্প নেই। বেকার সমস্যা দূরীকরণেরও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্রয়লারসহ গোমাংস ও অন্যান্য মাংস উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পোল্ট্রিশিল্পের এ অবস্থানে উন্নীত করা সম্ভব না হলে এদেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা কীভাবে মেটানো হতো, তা ভাবতে গেলে আঁতকে উঠতে হয়। পোল্ট্রিশিল্পের মাধ্যমে মাংস চাহিদা মেটালেও ইদানিং একটি প্রশ্ন জাতির সামনে এসেছে, এই মাংস কতটুকু নিরাপদ! মুরগীর ভেজাল খাদ্য, যত্রতত্র অতিরিক্ত মেডিসেনের প্রয়োগ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মুরগী পালন ইত্যাদি কারণে বর্তমানে পোল্ট্রিশিল্প নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। সুতরাং নিরাপদ পোল্ট্রি এখন একটি অত্যাধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। বাজারে অনেক মাংস উপস্থিত থাকলেও শিক্ষিত, সচেতন নাগরিক মানব স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ মাংস সন্ধান করেন। কারণ সবাই সুস্থ-সবল ও দীর্ঘজীবী হতে চায়। একটি সুস্থ-সবল, মেধাবী জাতি ছাড়া শিক্ষা ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আমরা জানি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছেই পোল্ট্রি মাংস গ্রহণযোগ্য। উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলের কারণে গো-মাংস কম গ্রহণ করে মানুষ। এছাড়াও ব্রয়লার সহজলভ্য ও সবত্রই পাওয়া যায়, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণও সহজ। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল মুরগির খামার রয়েছে তাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান কেমন তা মূল্যায়ন করার সময় এসে গেছে। এছাড়াও আমাদের দেশে গৃহপালিত বিভিন্ন জাতের সুস্বাদু মুরগীর জাত সংরক্ষণ এবং উৎপাদন উন্নয়নের চাহিদাও বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এধরণের বিভিন্নমুখি সম্ভবনা ও ব্যাপক চাহিদার সমন্বয় সাধনে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়নে ভ্যালুচেইন উন্নয়ন এখন অত্যন্ত জরুরী বিষয় এবং যুগের চাহিদা। ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন 'নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পটি সেই চাহিদা পুরণে কাজ করছে। আশা করা যায় বাংলাদেশে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পোল্ট্রি উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বিপুল সম্ভাবনার পোল্ট্রিশিল্প একসময় এদেশের উল্লেখযোগ্যে রপ্তানীখাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। এজন্য প্রয়োজন সরকারি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ণ ও কর্পোরেট সেক্টর ও এনজিও খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ। দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে পোল্ট্রিখাতে এনজিও সেক্টরের অংশগ্রহণ থাকলেও এই খাতে ব্যাপক হারে সম্পৃক্ততা এখনও সম্ভব হয়নি। আমরা মনে করছি বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির যোগানে সরকার ও কর্পোরেট সেক্টরের পাশাপাশি পোল্ট্রিশিল্প সম্প্রসারণে এনজিও সেক্টরের সম্পৃক্ততা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। আমাদের দেশে এ সেক্টরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে বিরাট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে দেশী বিদেশী উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম। পোল্ট্রিশিল্পের সম্প্রসারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পোল্ট্রিফিডের মূল্য কমানো। উচ্চমূল্যে মুরগীর খাদ্য কিনে আর্ন্তজাতিক বাজারে বাংলাদেশের পোল্ট্রিশিল্পের স্থান করে নেয়া অকল্পনীয়। বিশ্বব্যাপি ভুট্টার দাম বেড়ে যাওয়ায় এক্ষেত্রে পোল্ট্রিফিড তৈরীর জন্য নতুন নতুন কাঁচামালের সন্ধান এবং গবেষণা প্রয়োজন। পোল্ট্রিফিড তৈরীতে ট্রান্যারীবর্জ্য নিয়ে নানাধরণের আলোচনা সমালোচনা রয়েছে। নব্বইয়ের দশকে পোল্ট্রিফিড তৈরীতে ট্যানারী বর্জ্য ব্যবহার নিয়ে খামারিদের নতুন অভিজ্ঞতা হয়। পোল্ট্রিফিডে ট্রান্যারীবর্জ্য ব্যবহারে সর্বপ্রথম বর্জ্যের বিভিন্ন কেমিক্যাল অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়াও ট্রান্যারীবর্জ্যের সবটুকু পোল্টিফিড করা যাবে না। শুধুমাত্র চামড়ার নীচের মাংস ও চর্বি পোল্ট্রিফিড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। যদি বিশেষ উপায়ে ট্রান্যারীবর্জ্য সম্পুর্ণ কেমিক্যালমুক্ত করে পোল্ট্রিফিডে ব্যবহার করা সম্ভব হয় তাহলে অনেক সাশ্রয় হয়। অন্যদিকে কেমিক্যাল অপসারণ ছাড়া পোল্ট্রিফিডে ট্রান্যারীবর্জ্য ব্যবহার করলে স্বাভাবিকভাবে খাদ্য বিষাক্ত হয়ে পড়বে এবং বিষাক্ত ফিড খেয়ে যে মুরগী পালন হবে তা খেলে মানবদেহেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। সম্প্রতি কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কেমিক্যাল অপসারণ ছাড়া পোল্ট্রিফিডে ট্রান্যারীবর্জ্য ব্যবহার করাতে সহজলভ্য কাঁচামালটি নিয়ে দেশে একটি ভয়ংকর প্রভাব পড়ে। পোল্ট্রিফিডে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ট্রান্যারীবর্জ্য ব্যবহার করা গেলে বাজারে মুরগীর নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের পাশাপাশি দাম বহুগুণে কমে আসে। মুরগীর খাদ্যের দাম কমে গেলে উৎপাদন খরচ কমে, যা আর্ন্তজাতিক বাজারে পোল্ট্রি রপ্তানীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। পোল্ট্রিফিড তৈরীতে নতুন নতুন কাঁচামাল সন্ধানের পাশাপাশি ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঘাসফুল সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই সেক্টরে সুস্থ ও নিরাপদ পোল্ট্রি পালন, খামারি ও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বাজার উন্নয়নে কাজ করছে। আমরা মনে করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পোল্ট্রিশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে গুণগত মান নিশ্চিত করা গেলে একদিন পোষাকশিল্পের মতো এই শিল্পও রপ্তানিমুখী শিল্পে রূপান্তর করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ টিকা প্রদান সম্পন্ন

২২শে সেপ্টেম্বর ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ টিকা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। ১৩১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে টিকা দেয়া হয়েছে মোট ১০৫জনকে। বাকি শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০জনের বয়স ৫বছরের এর নিচে হওয়ায় এবং বাকি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা টিকা প্রদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাদের টিকা দেওয়া হয়নি। টিকা নিয়ে শিক্ষার্থীরা সুস্থ আছে এবং পুনরুদ্দামে ক্লাস করেছে।

ভ্রাম্যমান কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা মাসব্যাপী (গত জুলাই'২২) ভ্রাম্যমান কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা বেশ উৎসাহ নিয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। প্রশিক্ষণে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ২জন শিক্ষিকাও অংশগ্রহণ করে। তারা আশা করছেন শিক্ষার্থীরা এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত হবে। উল্লেখ্য প্রশিক্ষণটির আয়োজন করে উন্নয়ন সংস্থা বিটা।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কার্যক্রম

চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে গত তিনমাসে দলিত (হরিজন) সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯০%। বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আকাঁ, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিনমাসে সাপাহার শাখায় 'বাগান বিলাশ পরিবেশ ক্লাব'র ২টি, জবাইবিল পরিবেশ ক্লাবের ২টি এবং নিয়ামতপুর শাখায় 'খামার বাড়ি পরিবেশ ক্লাব'র ১টি, 'শাপলা পরিবেশ ক্লাব'র ৩টি মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা গুলোতে বাগানে করণীয় কার্যাবলী সমূহ যেমন; বাগানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কম্পোস্ট পিট স্থাপন এবং উৎপাদিত বর্জ্য হতে কম্পোস্ট সার তৈরি করতে পরামর্শ দেয়া হয়। বাগান পরিচর্যায় সঠিক বালাই নাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, ফসল সংগ্রহের পর প্রুনিং, মাটির উর্বরতায় পর্যাপ্ত পরিমানে জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধি, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, পণ্য পরিবহন, প্যাকেজিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বত্র উত্তম কৃষি অনুশীলন (GAP) অনুসরণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের কর্মকান্ড, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবহিত করা হয়। উভয়শাখার সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন আবু জাফর মোঃ আলমগীর হোসেন, আব্দুস সালাম, মোঃ শরিফুল ইসলাম তরফদার, মোঃ মোদাচ্ছের ও ইবনুল হক। । সভাগুলো পরিচালনা করেন সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নিয়মিত সদস্য এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদপ্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

গত তিন মাসে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক চারটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন, BFVAPEA (ঢাকা) এর ফিল্ড কনসাল্টটেন্ট দ্বীনেন্দ্রনাথ সরকার। কর্মশালায় সভায় বক্তারা পরিবেশ সনদ প্রাপ্তি বিষয়ে সরকারী নীতিমালা, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক নীতিমালাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আমচাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত তিন মাসে ৬টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আমচাষ ও বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি, আমজাত পণ্য (আমসত্ত্ব, আঁচার ও চাটনী) উৎপাদন প্রক্রিয়া, কম্পোস্ট সার তৈরি ও আম বাগান পরিচর্যার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ গুলো পরিচালনা করেন সাপাহার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন, নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমির আব্দুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, সাপাহার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামান, নিয়ামতপুর কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শামছুন নাহার সুমি, উপজেলা স্যানিটারি অফিসার মোঃ শওকত আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাপাহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ শফিউল আলম, বগুড়ার রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি'র উপ-পরিচালক শুভাগত বাগচী, BFVAPEA (ঢাকা) এর ফিল্ড কনসাল্টটেন্ট দ্বীনেন্দ্রনাথ সরকার ও সংস্থার সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া। এতে ১৫০জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

পণ্যের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

গত তিনমাসে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ২টি করে মোট ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাপাহার উপজেলা কৃষি কর্মকর্ত জনাব শাপলা খাতুন, নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মারুফ বিন রশিদ, রাজশাহী BSTI ফিল্ড অফিসার মোঃ সাকোয়াত হোসেন, নিয়ামতপুর ঝঅচচঙ মোঃ শফিউল আলম, BFVAPEA (ঢাকা) এর ফিল্ড কনসাল্টটেন্ট দ্বীনেন্দ্রনাথ সরকার। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার নিয়মাবলী, BFVAPEA এর মেম্বারশীপ নেয়ার নিয়মাবলী, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এর লাইসেন্স প্রাপ্তির নিয়মাবলী ও ব্যবসাকে কিভাবে আন্তর্জাতিকীকরণ করা, আমজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্র্যান্ডিং, সনদ প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের, আমচাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

লিড ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে জৈবসার বিতরণ

সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের আগ্রহী করে তুলতে ঘাসফুল এসইপি প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার আমচাষীগণদের মধ্যে নিরাপদ কৃষিপণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন মাসে সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলার মোট ২০ জন লিড উদ্যোক্তার মাঝে ১৮৮০ কেজি জৈব উপাদান (হাঁড়ের গুঁড়া) বিতরণ করা হয়। এই হাঁড়ের গুঁড়া মাটিতে ফসফরাস বৃদ্ধি করে, গাছে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে থাকে। বিরতণকালে উদ্যোক্তাদের হাঁড়ের গুঁড়ার প্রয়োগ পদ্ধতি, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে অবগত করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন আমচাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

বর্জ্য অপসারণে ভ্যান বিতরণ

গত তিনমাসে প্রকল্পের উদ্যোগে আমের বাজারের বর্জ্য অপসারণের জন্য সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলায় ২টি করে মোট ৪টি ইলেকট্রিক মোটর চালিত বর্জ্য অপসারণ ভ্যান স্থানীয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করা হয়। এই সময় উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ, সাপাহার উপজেলার ইউএনও মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, ১ নং সাপাহার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ সাদেকুল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের, শাখা ব্যবস্থাপকগণ, পরিবেশক্লাবের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় জনগণ ও ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রদর্শনী প্লট ও জৈবসার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন

ঘাসফুল এসইপি প্রকল্প'র উদ্যোগে সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলার উদ্যোক্তাদের পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আম উৎপাদন, জৈবসার ও জৈববালাই নাশক উৎপাদন পদ্ধতি, ব্যবহারবিধি ও প্রয়োজনীয়তার উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করে আসছে। আমচাষীদের মাঝে পরিবেশবান্ধব কৃষি পণ্যের ব্যবহার সম্প্রসারণ জন্য প্রকল্পের উদ্যোগে দুই উপজেলায় ২০টি করে মোট ৪০ টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়। এই প্লটগুলিতে পোকামাকড় রোধে ফ্রুট্স ব্যাগ, ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ও ব্লু ফাঁদ ও চুনের ব্যবহার, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে হাঁড়ের গুঁড়ার ব্যবহার করা হয়েছে যা এলাকার অন্যান্য চাষীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পরিবেশবান্ধব এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের নন-রেভিনিউ জেনারেটিং একটিভিটিস এর আওতায় ৪ টি জৈবসার উৎপাদন কেন্দ্রও স্থাপন করে।

নলেজ শেয়ারিং কর্মশালা

২৮শে সেপ্টেম্বর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে স্টেইকহোল্ডারদের নিয়ে "Lesson Learnt/Knowledge Sharing বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব আম উৎপাদনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জলবায়ু সহিষ্ণু আমের জাত, আম ব্যবসাকে আধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকিকরণ, উত্তম কৃষি চর্চা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা লেভেলে বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত সাফল্য, পর্যবেক্ষণ ফলাফল ও অভিজ্ঞতা আমের ভেল্যু চেইন সাথে সম্পৃক্ত স্টেইকহোল্ডারদের অবহিত করা হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সাপাহার উপজেলার ইউএনও মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ির অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ শামছুল ওয়াদুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রশিদ, সাপাহার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামান, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শামছুন নাহার সুমি। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি উপ-পরিচালক মোঃ আবু হোসেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আবু সালেহ মোঃ ইউছুফ আলী, এন এইচ বি কর্পোরেশন'র গোলাম হায়দার ভূইয়া, সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান খান, শাখা ব্যবস্থাপকসহ প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

গুমানমর্দ্দন ও মেখল ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন'র উত্তর ছাদেক নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও মেখল ইউনিয়নের উত্তর মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মেডিসিন, হৃদরোগ, মা ও শিশুরোগ, ডায়াবেটিকস এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ২৪০ জন ও মেখল ইউনিয়নের ৫৪৩জন রোগী উভয় ইউনিয়নে মোট ৭৮৩জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষু চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। গত তিন মাসে ১২৭টি স্ট্যাটিক ও ৩১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ২৫৬০জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৭৭৪জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা এবং ২৬৪টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৪জন রোগীর ছানি অপারেশন করা হয় এবং কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট ২৯০০টি, ক্যাপসুল আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক ৪৯৪০টি, পুষ্টিকণা ১২৩৪টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল)৫০৫৫টি বিতরণ করা হয়। এসময় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন সময়ের অঙ্গীকার, কন্যা শিশুর অধিকার

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নস্থ সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় ও নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়নস্থ সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয় প্রাঙ্গনে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল ' সময়ের অঙ্গীকার, কন্যা শিশুর অধিকার'। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন ও ধর্মজয় বর্মন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দিন চৌধুরী ও নিয়ামতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ বজলুর রহমান নঈম। উভয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ঘাসফুলের আয়োজনে মেখল সমৃদ্ধি কার্যালয়ে ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর গরু মোটাতাজাকরণ ও হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক দুই দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে ০৬ জন পুরুষ ও ৪৪জন নারী মোট ৫০জন প্রশিক্ষাণার্থী অংশগ্রহণ করে। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ নাবিল ফারাবী। এসময় উপস্থিত ছিলেন সমন্বয়কারী ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিনসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ।

প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় গত তিন মাসে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১৪৪জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ২১৬০০০/- (দুই লক্ষ ষোল হাজার) টাকা বয়স্কভাতা ও ২জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৫২জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ আরিফ
সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি।

হুইল চেয়ারে জীবন সচল হয়েছে কামরুন নাহারের

দক্ষিন এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর তীরবর্তী চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কদলবাড়ীর বাসিন্দা ৭৫ বছর বয়সী প্রবীণ কামরুন নাহার। স্বামী জাগির হোসেন বর্গাচাষি। নিঃসন্তান এই দম্পতি একটি মেয়ে দত্তক নেয়। আশা ছিলো পরবর্তীতে তাদের কুলজোড় করে আসবে ছেলেমেয়ে, দেখবে সন্তানের মুখ। কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হয়নি। সময়ের পরিক্রমায় কামরুন-জাগির বৃদ্ধ হল। দত্তক মেয়েকে ঘিরেই স্বপ্ন কেন্দ্রিভূত হল। মেয়েকে কিছু পড়ালেখা শিখিয়ে বিয়ে দিল। মেয়ের কুলজুড়ে আসলো এক কন্যাসন্তান। এরইমধ্যে দত্তক মেয়ের বিবাহবিচ্ছেদ হলে মেয়ে নাতনীকে নিয়ে কামরুন নাহারের বাড়ী চলে আসে। বর্গাচাষের আয় ও স্বামী সরকারী প্রবীণ ভাতা দিয়ে কোনোমতে তাঁদের সংসার চলতো। ২০১৯ সালে কামরুন নাহারের স্বামী জাগির হোসেন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে কামরুন নাহারের জীবনে নেমে এলো ঘোর অন্ধকার। আর্থিক অনটন, জীবনসঙ্গীর মৃত্যুভাবনা কামরুন নাহার ধীরে ধীরে অসহায়, অসুস্থ্য হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে ঘাসফুল-সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের থেকে তথ্য পেয়ে কামরুন নাহারকে ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বারকে বলে সরকারী ভাতার আওতায় আনা হয়। অভাব অনটনের মধ্যে চলতে থাকে তার সংসার। সংসারের ভার টানতে টানতে একদিন কামরুন নাহার নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং প্যারালাইজ হয়ে যায়। বিছানা থেকে উঠতে পারে না। না পারে সংসারের ভার টানতে, না পারছে চলাফেরা করতে। নিজ ভাইয়ের সহযোগিতা, দত্তক মেয়ের হাঁস-মুরগী ও গরু পালন থেকে কিছু আয় ও সরকারী প্রবীণ ভাতা দিয়ে কোন রকম সংসার চালালেও তার দৈনন্দিন ব্যক্তি জীবনের কাজকর্ম করতে যেমন নামাজ পড়া, গোসল করা, বাথরুমে যাওয়া, এককক্ষ থেকে অন্যকক্ষে যাওয়া, উঠানে একটু রোদ কিংবা বাতাস খাওয়া, পাড়া-প্রতিবেশীর সাক্ষাৎ সবকিছু কঠিন হয়ে যায়। দত্তক মেয়ে যদিও সার্বক্ষনিক দেখাশোনা করতো তারপরও এ জীবন বয়ে চলা তার পক্ষে ছিল খুব কষ্টকর।

এমতাবস্তায় আবারও ঘাসফুল এর কর্মরত সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির কর্মকর্তার সাথে দেখা হলে তার দুঃখের, কষ্টের কাহিনী পর্যালোচনা করে ঘাসফুল-"প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বিশেষ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার ও বিশিষ্টব্যাক্তিবর্গেও উপস্থিতিতে কামরুন নাহারকে একটি মানসম্পন্ন হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়। যাতে তার জীবনচলা সচ্ছন্দ ও সহজ হয়। বর্তমানে কামরুন নাহার মেয়ে ও নাতনীর সহযোগিতায় সকল ধরনের কাজ সহজ ভাবে করে চলেছে। হুইল চেয়ার প্রদান করার মাসখানিক পর একদিন তাকে দেখতে গেলে পবিত্র শ্বেত-সুভ্রবসনা নামাজী কামরুন নাহার হাসিমূখে বলে বাবা জীবনটা এই গাড়িখানা পেয়ে এখন অনেক সহজ হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো আইভিএ টিমের শিখন কেন্দ্রে পরিদর্শন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ২০টি শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আইভিএ (Independent Verification Agency) টিম। পরিদর্শনকালে তারা শিখন কেন্দ্রের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেন। পরিদর্শন টিমে ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, এবং ইন্সপেক্টর এন্ড অডিট অফিসার মোঃ তাইবুর রহমান (জুয়েল)। এসময় উপস্থিত প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক সিরাজুল ইসলাম, কর্মকর্তা আদিবা তারান্নুম, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ছালেহা বেগম ও আফসানা আকতার, এবং ব্র্যাকের ইউপিএম শর্মিলা রায়।

পাঠ উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদানকে আরো প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের নিয়ে ২৭ জুলাই সংস্থার ঢাকা অফিসে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ও শিক্ষকগণ।

সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির আওতায় ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছবি আঁকা, স্বাক্ষর শিখানো, গল্প বলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রোগ্রাম সুপারভাইজাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে গত তিনমাসে সংস্থার ঢাকা অফিসে ৩টি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। রিফ্রেশার্স ট্রেনিং এ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রামের সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম শর্মিলা রায়।

অভিভাবক সভা সম্পন্ন

নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে গত ৪-৮ সেপ্টেম্বর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অভিভাবকরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ঘাসফুল ছিল বলেই আমাদের সন্তানেরা বিনা পয়সায় পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। তা না হলে আমাদের সন্তানরা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পরতো এবং তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিন মাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে।

ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী সংবাদ

হাটহাজারীতে চারাগাছ বিতরণ

বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড এর সহযোগিতায় ০৬ জুলাই ঘাসফুল'র উদ্যোগে হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা বিতরণ করা হয়। গাছের চারাগুলোর মধ্যে ছিলো হরিতকী, কাটবাদাম, মেহগনি ও আকাশমণি। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি'র মাধ্যমে ১৯৯৭ সাল থেকে কর্ম-এলাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, সামাজিক ক্লাব, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির ও কর্ম-এলাকার স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচী'র ৭৫টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের শিক্ষার্থী এবং উপকারভোগীদের মাঝে শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যপরিদর্শকদের মাধ্যমে আজ বিভিন্ন জাতের তিন হাজার চারাগাছ বিতরণ করা হয়। চারা বিতরণকালে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী ও এসডিপি ফোকাল মো: নাছির উদ্দিন, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, সাপোর্ট স্টাফ রাজীব দে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Accounts Keeping	১৯ জুলাই	৫৭	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Training Of Trainers	০৫-০৬ ও ২৬-২৭ আগস্ট	১৯	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Microfinance Management	২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ৩০ সেপ্টেম্বর - ০১ অক্টোবর	৮০	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Environment & Environmental Law	০৪-০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২	০১	বেলা
Internal Audit & Monitoring for improving effective internal control of MF's	১১-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২	০১	সিডিএফ

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন রুরাল ওয়াশ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন Bangladesh Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project এর আওতায় ২০ সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার সংস্থার চান্দগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে Local Entrepreneur (LE) Orientation সম্পন্ন হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রকল্পের কর্ম-এলাকা চট্টগ্রামের পটিয়া, মিরসরাই, ফেনী জেলার ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া এবং কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলাসহ মোট পাঁচটি উপজেলার চৌদ্দজন লোকাল এন্টারপ্রেইনার (এলই) অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ঘাসফুল এর কালারপোল শাখা, পটিয়া সদর শাখা, মিরসরাই শাখা, বারিয়ারহাট শাখা, লেমুয়া শাখা, ছাগলনাইয়া শাখা, ফেনী সদর শাখা এবং মিয়াবাজার শাখাসহ মোট আটটি শাখার শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক মাহবুব হেলাল জিলানী, রোকনুজ্জামান (DPC, BD RWASH)। অংশগ্রহণকারী এবং আগত প্রশিক্ষকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক। প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এরিয়া ম্যানেজার তাঈম-উল-আলম, প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মো: নাজমুল হাসান পাটোয়ারী।

সরকার ঘোষিত কোভিড গণ টিকা প্রদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

গত তিনমাসে সরকার ঘোষিত কোভিড গণ টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল এর কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ ২৯নং ওয়ার্ড অফিসে ১০০০ জন, পশ্চিম মাদারবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৭০ জন ছাত্রী, পশ্চিম মাদারবাড়ী সরকারি বালক বিদ্যালয়ে ৫-১৯ বছর বয়সী ৭৪০ জন, রহমতগঞ্জ ব্লুমিং ট্রি স্কুলে ৬৮৭ জন, প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউড স্কুলে ৮২৫ জন ও পাথরঘাটা সেন্ট স্কলাস্টিকা স্কুলের ৮৩০ জন মোট ৪৫৫২জনকে কোভিড টিকা প্রদান করে। টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, স্টাফ নার্স হোসনা বানু। উল্লেখ্য ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মীগণ সরকার ঘোষিত টিকাদান কার্যক্রমের শুরু থেকেই কর্ম-এলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭টি ওয়ার্ডে স্থানীয় জনগণের মাঝে কোভিড টিকা গ্রহণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ
প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৭৭০ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৬৬জন
পরিবার পরিকল্পনা	১২৯৮জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫২৬১জন
হেলথ কার্ড	৯৭৭জন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়। গত তিন মাসে (জুলাই - সেপ্টেম্বর) ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার চৌমাসিয়া ও সাপাহার শাখায় মোট ০৪টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
চৌমাসিয়া	১	২০	১৫	১০
সাপাহার	৩	৪৪৫	৯২	৬৯
মোট	৪	৪৬৫	১০৭	৭৯
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৯৪	৩৬২১৩	৫০৫৪	৪৩৯৫

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৯৮৭
সদস্য সংখ্যা	৭৭১০৬
সঞ্চয় স্থিতি	৮২৯৭৬১৩২৫
ঋণ গ্রহীতা	৬০৭৯৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২২৬৩৩৩৫৪৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২০৪৯০৮৬৮৩৬৫
ঋণ স্থিতির পরিমান	২১৪২৪৮৬৩৩৫
বকেয়া	১৬০৯৭৭০৩২
শাখার সংখ্যা	৫৭

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৪১জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১১৮৯২৫২ টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৪৬৬৩১৮ টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ২০৯০০০ টাকা।

ঘাসফুলের সামাজিক কার্যক্রমসমুহ দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ীত্বশীল হওয়া প্রয়োজন... শেষ পৃষ্ঠার পর

সভায় পিকেএসএফ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংস্থার লেনদেন বিষয় অবহিতকরণ ও পরাণ রহমান স্মারক গ্রন্থ "মানববিক জীবনবোধে উজ্জীবিত একজন উন্নয়ন সংগঠক' Children Working in the Hazardous Road Transport Sector in Chattogram City, Bangladesh - A Sociological Profile এবং বিষয়ক গবেষণার মোড়ক উন্মোচন (বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম মহোদয় কর্তৃক), ঘাসফুল এ্যাম্পলয়ীজ গ্র্যাচুয়েটি ফান্ড ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাহী কমিটির সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ মহোদয়কে মনোনয়ন, সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর পর্যালোচনাসহ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর মরণোত্তর বেগম রোকেয়া পদক বাবদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে পাওয়া ০৪ লক্ষ টাকার চেক ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর নিকট ঘাসফুল পরাণ রহমান ফান্ডের জন্য হস্তান্তর করেন পরাণ রহমানের বড় মেয়ে পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এছাড়া একইদিন ঘাসফুল ফিন্যান্স এন্ড অডিট কমিটির আহ্বায়ক জনাব পারভীন মাহমুদ এফসিএ'এর সভাপতিত্বে সংস্থার অডিট কমিটির ১৭তম সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে অনলাইনে সম্পন্ন হয়।

ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা মরহুম লুৎফর রহমানের ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী

গত ০১ আগস্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা ও সমাজসেবক মরহুম লুৎফুর রহমানের ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী। উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে মরহুম লুৎফুর রহমানের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাসফুল উন্নয়নযাত্রা শুরু করে। এ উপলক্ষে ঘাসফুল'র উদ্যোগে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মরহুমের ২২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘাসফুল পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

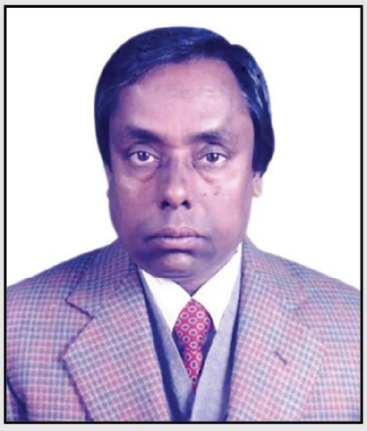

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ এর সাবেক সদস্য মোঃ এনামুল হক এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ এর সাবেক সদস্য মোঃ এনামুল হক গত ১৫ আগস্ট ভারতের মুম্বাই টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া-ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত মর্মাহত এবং গভীরভাবে শোকাহত। মোঃ এনামুল হক ২০০৩ থেকে ২০২০সাল পর্যন্ত ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে সংস্থার অগ্রযাত্রা এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ঘাসফুল পরিবার মরহুমার প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মহান আল্লাহ'র দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত ও নাজাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের সকলকে প্রিয়জন হারানোর শোক সইবার শক্তি দান করেন।

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল এর কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর ইনচার্জ সেলিনা আক্তার'র মাতা গত ১৬ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুল সতিহাট হিসাবরক্ষক মোঃ শহীদুল ইসলাম সেলিমের পিতা জনাব সাজেদুর রহমান বার্ধক্যজনিত কারণে ১০ জুলাই ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২১ বছর

ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির ১১২তম সভা

ঘাসফুলের সামাজিক কার্যক্রমসমূহ দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ীত্বশীল হওয়া প্রয়োজন

১১ আগস্ট ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ও চ. বি. সিনেট সদস্য সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ঘাসফুল নির্বাহী কমিটি'র ১১২তম সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল রহমানসহ গত পঞ্চাশ বছরে ঘাসফুল-সহযাত্রী যে সকল সহকর্মী মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। উপস্থিত নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও পরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা করেন। সংস্থার সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামাজিক কার্যক্রমসমূহ বিরাজমান সামাজিক অবস্থার সাথে সমন্বয় করে দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ীত্বশীল হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন সভায় বক্তারা। ঘাসফুলের চলমান কার্যক্রম; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিশু সুরক্ষা, নারী উন্নয়ন, পরিবেশ ও দুর্যোগ মোকাবেলাসহ সকল সেবার পরিধি আরো বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি শিব নারায়ণ কৈরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড: জয়নাব বেগম, পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এসময় আরো সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, মারুফুল করিম চৌধুরী, জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান, সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া, অডিটি ও মনিটরিং বিভাগের প্রধান টুটুল কুমার দাশ ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন।

◢ বাকী অংশ ১৬তম পৃষ্ঠায় দেখুন

হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুল এর চিকিৎসা সহায়তার চেক প্রদান

গত ৬ আগস্ট হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে শিক্ষাবৃত্তি চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মেখল ইউনিয়নের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেনকে চিকিৎসা বাবদ অনুদান হিসেবে এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, ইউসেপ বাংলাদেশ'র চেয়ারপার্সন ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাহিদুল আলম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান, মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দিন চৌধুরী, গুমানমর্দ্দন পেশকার হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোঃ আনিসুর রহমান শরীফ, মেখল নগেন্দ্র নাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহর লাল দেবনাথ, হাটহাজারী প্রেসক্লাবের সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী ও ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন, গুমানমর্দ্দন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের সমন্বয়কারি সিরাজুল ইসলাম, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গণমাধ্যম কর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
মফিজুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org